Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-05-2026 18:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৭ সংখ্যা ।। ২ পাতা

ডিনার থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত কী হয়েছিল? আর জি করের রহস্য ফাঁসে নতুন সিট হাই কোর্টের

ইস্তফা দিতে পারেন ফিরহাদ! 'অশনি সংকেত' দেখে দলীয় কাউন্সিলদের বৈঠকে ডাকলেন মমতা

ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পে ক্ষুব্ধ নেতানিয়াহু! দীর্ঘ ফোনালাপে তুমুল 'ঝগড়া' দুই রাষ্ট্রনেতার

রক্ষাকবচেও রেহাই নয়

অভিষেককে কড়া শর্তে বেঁধে দিল হাই কোর্ট

মানস দাস ● নয়া জামানা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘিরে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে কলকাতা হাই কোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, অনুমতি ছাড়া তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। পাশাপাশি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেকের বক্তব্য নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আদালতের প্রশ্ন, তিনবারের সাংসদ হয়েও কীভাবে তিনি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনদ মন্তব্য করলেন ?বিশেষ করে ৪ তারিখে দিল্লির কোন বাবা বাঁচাবে মন্তব্য ঘিরেই আদালতের কড়া অবস্থান সামনে আসে।যদিও আপাতত অভিষেককে গ্রেপ্তারের মতো কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে রক্ষাকবচ বহাল রেখেছে হাই কোর্ট।আগামী ৩০ জুলাই বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সুরক্ষা কার্যকর থাকবে। তবে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, তদন্তকারী সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে অভিষেককে হাজিরা দিতেই হবে।শুধু ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে পুলিশকে।শুনানির সময় অভিষেকের আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি ভার্চুয়াল হাজিরার আবেদন জানান।তাঁর দাবি, তদন্তের নামে হেনস্তা করা হতে পারে।কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে বিচারপতির স্পষ্ট মন্তব্য, সেটা হয় না।আইন মেনেই তদন্ত হবে।আদালত কক্ষেই রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয় বিচারপতি ও আইনজীবীর কথোপকথনে। বিচারপতি মন্তব্য করেন, সর্বভারতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক হয়ে এ ধরনের মন্তব্য করলে সমাজে কী বার্তা যায় ?পাল্টা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,মানুষ ২০২৬-এও ভালোর কথাই ভেবেছে।তার জবাবে বিচারপতির সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, সেটা সময় বলবে।পুরো ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। আদালতের রক্ষাকবচ মিললেও কড়া শর্তে কার্যত চাপে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

চলতি বছরেই হাওড়া পুরভোট, ডিলিমিটেশন-দুর্নীতিরও হবে তদন্ত-ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দীর্ঘ ১৩ বছর পর অবশেষে হাওড়া পুরনিগমে নির্বাচনের ইঙ্গিত মিলল। বৃহস্পতিবার হাওড়া সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই হাওড়া ও বালি পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। একই সঙ্গে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শুরুর কথাও জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া পুরসভার পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ডিলিমিটেশন ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে ডিসেম্বরের মধ্যেই হাওড়া ও বালিতে ভোট হবে।

উল্লেখ্য, হাওড়া পুরনিগমে শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৩ সালে। ২০১৮ সালে পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে প্রশাসক মণ্ডলীর মাধ্যমেই পুরসভার কাজকর্ম চলছিল। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা, বেআইনি নির্মাণ ও বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল।এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বেআইনি নির্মাণ, জলাশয় ভরাট ও অন্যান্য অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে।এছাড়াও হাওড়া পুরনিগমে অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রায় ১৭০০ অস্থায়ী কর্মী পুরসভায় কর্মরত থাকলেও, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন কোনও কাজ না করেই বেতন পাচ্ছেন। এই অভিযোগেরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

পশ্চিম এশিয়া সঙ্কটে তৎপর মোদি, সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়া জামানা ঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের আবহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিদেশ সফর শেষ করেই 'সেবা তীর্থ'-এ এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন তিনি। সূত্রের খবর, বিকেল পাঁচটায় শুরু হওয়া বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রতিমন্ত্রীরা।সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফর সেরে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতি নিয়েও একাধিক স্তরে আলোচনা করেছেন তিনি। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে অশান্তির জেরে আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহ ও জ্বালানি বাজারে চাপ বাড়তে শুরু করেছে।সেই

পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, প্রশাসনিক কার্যকলাপের পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন শহরে পেট্রল ও ডিজেলের দাম ফের বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লিতে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৯৯ টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। কলকাতা-সহ একাধিক মহানগরেও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর।এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী আগেই দেশবাসীকে আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। গণপরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং পণ্য পরিবহণে রেল ব্যবস্থাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।উল্লেখযোগ্যভাবে, ইতালি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। সেই বৈঠকের পর ভারত-ইতালি সম্পর্ককে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিদেশ সফরের কূটনৈতিক সাফল্যের পর দেশে ফিরেই এবার দেশের অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বড় বার্তা দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আদালত নয়,সোজা বিএসএফ-এর হাতে! অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আরও কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে হাওড়া স্টেশনে কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাঁদের দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য আদালতে পেশ না করে সরাসরি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাওড়া স্টেশনকে অনুপ্রবেশকারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কমিশনারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; ভবিষ্যতে হাওড়া স্টেশনে কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাঁদের আদালতে পাঠানোর পরিবর্তে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের হাতে তুলে দিতে হবে।উল্লেখ্য, গত বুধবারই কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করে রাজ্যে 'পুশব্যাক' নীতি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। নতুন ব্যবস্থায় পুলিশ ধৃত অনুপ্রবেশকারীদের বিএসএফের হাতে তুলে দেবে এবং বিএসএফ আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।এদিকে, এই সিদ্ধান্তের জেরে বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়া সম্প্রদায় ও অন্যান্য উদ্বাস্তু হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী এ দিন তাঁদের আশ্বস্ত করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, সিএএ-এর আওতায় থাকা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সংখ্যালঘুদের কোনও ভাবেই হয়রানি করা হবে না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 21-05-2026 18:13 Page 2

সীমান্ত ফেন্সিংয়ে আশার আলো

জমি হস্তান্তরের ঘোষণায় স্বস্তিতে সীমান্তবাসী

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মানিকগঞ্জ, সাতকুড়া, ধরধরা পাড়া, নলজওয়াপাড়া-সহ একাধিক এলাকায় এখনও বহু অংশে কাঁটাতারের বেড়া নেই। বছরের পর বছর জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ থমকে ছিল। তবে বর্তমানে বিএসএফের কড়া নজরদারি, প্রশাসনের তৎপরতা এবং উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক ঘোষণার পর নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন। সম্প্রতি সীমান্ত এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছয় নয়া জামানার প্রতিনিধি । সাউথ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানিকগঞ্জ ও সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, এখনও বহু জায়গায় ফেন্সিংয়ের কাজ অসম্পূর্ণ। কোথাও চাষের জমির পাশ দিয়েই আন্তর্জাতিক সীমান্ত, আবার কোথাও খোলা এলাকা দিয়েই মানুষের যাতায়াত। সীমান্তের এই বাস্তব চিত্র দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ।স্থানীয়দের বক্তব্য, কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অতীতে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং গবাদি পশু পাচারের মতো সমস্যার আশঙ্কা থেকেই যেত। বিশেষ করে রাতের দিকে নিরাপত্তা নিয়ে ভয় কাজ করত। যদিও বর্তমানে বিএসএফের টহল আগের তুলনায় অনেক বেশি কড়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত পেট্রোলিং, নজরদারি এবং চেকিং চালানো হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ এখন কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। মানিকগঞ্জের এক বাসিন্দা বলেন, আগে রাতে খুব ভয় লাগত। এখন বিএসএফ নিয়মিত টহল দিচ্ছে বলে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। তবে ফেন্সিং না হলে পুরো নিরাপত্তা আসবে না। একই মত সীমান্তবর্তী অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দাদেরও। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গতকাল উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য যে সমস্ত জমি প্রয়োজন, তা আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দীর্ঘদিনের জমি জট কাটিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার কাজে দ্রুত গতি আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কাজে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই কয়েকটি এলাকায় জমি চিহ্নিতকরণ এবং প্রাথমিক হস্তান্তর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে খুশি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সন্দীপ কুমার ঘোষ জানিয়েছেন, জেলায় প্রায় ২৪ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া বসানো সম্ভব হয়নি। মূল সমস্যা ছিল জমি অধিগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘ প্রশাসনিক জট। তবে বর্তমানে সেই সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে এবং দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বুধবার জলপাইগুড়ি ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরাও মানিকগঞ্জ ও বনগ্রাম এলাকায় পৌঁছে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জমি সংক্রান্ত সমস্যা, ক্ষতিপূরণ এবং ফেন্সিংয়ের সম্ভাব্য কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বহু মানুষ অভিযোগ করেন, বছরের পর বছর জমি সমস্যার কারণে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ আটকে ছিল। তবে এবার প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা দেখে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন তাঁরা। নলজওয়াপাড়া ও ধরধরা পাড়ার মতো বেশ কিছু এলাকায় এখনও খোলা সীমান্ত রয়েছে।

তন্ত্রসাধনার নামে নরবলির চেষ্টা! উদ্ধার ১৪ বছরের নাবালক

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ তন্ত্রসাধনার নামে ১৪ বছরের এক নাবালককে নরবলি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে;এই অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়িতে। ঘটনায় এক মহিলার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যিনি বর্তমানে পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ময়নাগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়া এলাকার ওই নাবালককে কৌশলে স্টেশন সংলগ্ন ব্যাংকান্দি এলাকার এক মহিলা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। পরিবারের অভিযোগ, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ডেকে নেওয়া হয়। এরপর বাড়ির ভিতরে তন্ত্রসাধনার আচার-অনুষ্ঠানের নামে তাকে আটকে রাখা হয় ।অভিযোগ অনুযায়ী, নাবালকের মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং ধারালো অস্ত্রের উপস্থিতিতে চলে আচার। বিষয়টি লক্ষ্য করেন এক প্রতিবেশী মহিলা। তিনি দ্রুত নাবালকের পরিবারকে খবর দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছেলেটিকে উদ্ধার করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা অভিযুক্ত মহিলার আত্মীয়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে আক্রান্ত নাবালকের পরিবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।নাবালকের মা বলেন, সময়মতো খবর না পেলে বড় বিপদ হতে পারত। আমরা দোষীর কঠোর শাস্তি চাই।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফলতা উপনির্বাচনে মাঠেই নেই তৃণমূল, দুপুরে মাছ-ভাত আয়োজন বিজেপির

নয়া জামানা, ফলতা ঃ আজ ফলতায় উপনির্বাচন।সকাল থেকেই উৎসবের আবহ ফলতা বিধানসভা এলাকায়। ভোর থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে বিভিন্ন বুথে। শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, সঙ্গে রয়েছে রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারি।এদিন ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা নজর কেড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি এবং ভোটারদের জন্য খাবার ও পানীয়ের আয়োজন করেছে। আলু কষা, মুড়ি, চা ও শরবতের পাশাপাশি দুপুরের জন্য মাছ-ভাতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস -এর প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেও তাঁর নাম এখনও ইভিএমে রয়ে গিয়েছে। সকাল থেকে তাঁকে এলাকায় আর দেখা যায়নি। তাঁর বাড়িতেও কোনও সাড়া মেলেনি বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি।বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা এদিন সকালে বিভিন্ন বুথ এলাকায় ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। অন্যদিকে, সিপিএম প্রার্থী শম্ভু কুড়মি ও আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থীরাও বিভিন্ন বুথ এলাকায় উপস্থিত ছিলেন।ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, অতীতে ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। তবে এদিন তাঁরা তুলনামূলকভাবে অবাধে ভোট দিতে পারছেন বলে জানান। এক ভোটার জানান, দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে তাঁরা স্বস্তি বোধ করছেন।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ঝড়ের তাণ্ডবে রেললাইনে গাছ পড়ে বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেল পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ভোররাতের প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের রেল পরিষেবায় ব্যাপক বিঘ্ন দেখা দিল। আর সেই দুর্যোগের মাঝেই অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল দীঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস। লোকো পাইলটের তৎপরতায় সময়মতো ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসের খালি রেকটি আগে থেকেই হলদিবাড়ি স্টেশনে রাখা ছিল। সেখান থেকে ভোর প্রায় সোয়া চারটে নাগাদ ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-র উদ্দেশে রওনা দেয়। সেই সময় থেকেই এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট বাড়তে শুরু করে। ট্রেনটি মণ্ডলঘাট রেলগেটের কাছাকাছি পৌঁছনোর পরই সামনে বিপদের ছবি চোখে পড়ে চালকের। লোকো পাইলট আরপি শা জানান, দূর থেকেই তিনি দেখতে পান রেললাইনের উপর একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। দ্রুত ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। কয়েক সেকেন্ডের দেরি হলেও পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারত বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঝড়ের তীব্রতায় একটি বিশাল বটগাছের ডাল ভেঙে রেলের ওভারহেড বিদ্যুতের তারের উপর পড়ে যায়। এরপরই সেখান থেকে আগুনের ফুলকি ছড়াতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চারপাশে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

রাতের অন্ধকারে আচমকা আগুনের ফুলকি দেখা যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারাও ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে হলদিবাড়ি শাখার রেল চলাচলেও। সকালে একাধিক ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারেনি। বামনহাট ও বালুরঘাটগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের পাশাপাশি কয়েকটি লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনও দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে।

ভয়হীন ফলতা, বুথমুখী ভোটারদের ভিড়

নয়া জামানা, ফলতা ঃ ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে চলা পুনর্নির্বাচনে এবার ভোটদানের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন বলে দাবি করছেন স্থানীয় ভোটারদের একাংশ। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়ে, এবং দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও আতঙ্ক কাটিয়ে এবার তুলনামূলকভাবে শান্ত পরিবেশেই ভোটগ্রহণ চলছে বলে জানান অনেকে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতের নির্বাচনে ভোটদানের পরিবেশ নিয়ে নানা অনিশ্চয়তা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তাঁদের একাংশের দাবি, কখনও অন্ধকার ঘরে ভোটগ্রহণের অভিযোগ উঠেছে, আবার ভোট দিয়ে বেরোনোর পর অভিজ্ঞতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। যদিও এসব অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।এবারের পুনর্নির্বাচনে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক বলে মত ভোটারদের একাংশের। তাঁদের বক্তব্য, এবার বুথে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে উন্নত হওয়ায় তাঁরা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন।রাজনৈতিক মহলেও এই পরিবর্তিত চিত্র নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।